[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (ЕЕЕ) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মূলত খরচ কমিয়ে কাজে নিখুঁত হওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

এবারের বাণিজ্য বিভাগ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে৷ এপ্রিলে অবশ্য টেক টিম থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অনেকেই কোম্পানিটিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছেন বলে জানা গেছে। মেটা এ পর্যন্ত ২৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে৷ তাদের কর্মী ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি ৫ হাজার কর্মী আবেদনেও নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

হোয়াটসঅ্যাপে এখন মেসেজ এডিটিং চালু

হোয়াটসঅ্যাপে চালু হলো এডিটিং ফিচার। কখনো কাউকে দ্রুত টাইপ করে মেসেজ পাঠানোর পর খেয়াল করলেন বানান ভুল। এই বানান ভুলের সমস্যা আপনাকে ভোগাতে পারে বেশ। সেক্ষেত্রে আপনার হাতে উপায় কি? উপায় ওই একটিই। এডিট করা। এতদিন সে সুযোগ ছিল না কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ এখন এই অপশনটি চালু করেছে।

কোনো মেসেজ পাঠানোর ১৫ মিনিটের মধ্যে বানান ভুল বা অন্যান্য অসংগতি এখন ঠিক করার সুযোগ রয়েছে। পুরো ম্যাসেজ এখন আর ডিলেট করে আবার নতুন করে পাঠানোর বিড়ম্বনা পোহাতে হবে না। আবার ভুল করে কিছু লিখে বসলে তা সংশোধনের পথ আছে। এতদিন অফিশিয়ালি এই ফিচারটি চালু না হলেও এখন হোয়াটস অ্যাপে সহজেই এই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

স্মার্টফোনে গেরিলা ম্যালওয়ার আতঙ্ক

২০১৮ সালে সর্বপ্রথম এই ম্যালওয়ারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিলসহ একাধিক দেশে প্রায় ৫০ টি ব্র্যান্ডের ফোনে এই ম্যালওয়ার প্রি-ইনস্টল অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। সিকিউরিটি ফার্ম ট্রেন্ড মাইক্রো জানিয়েছে, প্রায় ৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন ফোনে এই সমস্যা রয়েছে।

গেরিলা ম্যালওয়ার ফোনের জন্য খুবই খারাপ। এই ম্যালওয়ারের কারণে ব্যাটারির সমস্যা, হুটহাট বিজ্ঞাপনের ঝামেলা বাড়ে। এমনকি ব্রাউজিং করার সময় এই ম্যালওয়ার অহেতুক ফিশিং সাইট বা অ্যাপের সাজেশানে নিয়ে যায়। তবে ঝামেলা এখানেই শেষ নয়। ২০১৬ সালের ট্রায়াডা ম্যালওয়ারের মতোই এর কিছু ঝুঁকি আছে। এই ম্যালওয়ার হোয়াটসঅ্যাপকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্যবহারকারীর ডাটা বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে।

আপাতত দক্ষিণ আমেরিকায় এর আক্রমণের হার বেশি। তবে এশিয়াতেও ১০ শতাংশ ফোনে এই ম্যালওয়ার আছে। এই ম্যালওয়ার অন্যান্য আইওটি ডিভাইস যেমন স্মার্ট টিভি বা অ্যাপ্লায়েন্সেও বড়সড় হুমকি হতে পারে।

সূত্র: ইত্তেফাক

হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত মেসেজ লুকিয়ে রাখতে ‘চ্যাট লক’

ইদানিংকালে একটির বেশি চারটি ডিভাইসে চ্যাট খুলে রাখার সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। কিন্তু সেই সুবিধার মধ্যেও রয়েছে একটি বিপদ। কথাবার্তা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়, তাহলে একের পর এক চারটি ডিভাইসে চ্যাট খোলা থাকলে তা সর্বসমক্ষে চলে আসতে পারে।

হোয়াটসঅ্যাপ খুলে রাখতে পারলেও যদি বিশেষ কোনও চ্যাট লুকিয়ে রাখার সুবিধা উপলব্ধ থাকে, তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। এই সুবিধার কথা মাথায় রেখেই একটি বিশেষ নতুন ফিচার চালু করল হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ ‘মেটা’।

এই সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ-এ একটি নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের আলাদা আলাদা কথোপকথনগুলি লুকিয়ে রাখার জন্য বিশেষ ‘লক’ ফিচার দিচ্ছে। এই লক করার সুবিধা পাবেন কীভাবে? ‘মেটা’ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, একটি পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে যেকোনও নির্দিষ্ট চ্যাটকে লক করে রাখতে পারবনে ব্যবহারকারীরা। চ্যাটগুলি আলাদা আলাদা ফোল্ডারেও সংরক্ষণ করা হবে এবং কার সাথে চ্যাট করা হচ্ছে, তার নাম এবং প্রকৃত বার্তাও লুকিয়ে রাখা যাবে। শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক প্রমাণী দেওয়ার পরেই ওই বিশেষ চ্যাটটি দেখা যাবে।

অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় ডিভাইসেই আগে থেকে বায়োমেট্রিক বা একটি পিন কোড ব্যবহার করে সম্পূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপটি লক করে রাখার সুবিধা চালু ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও চ্যাট লুকিয়ে রাখার সুবিধা ছিল না। এবার থেকে এই নতুন ‘লক ফিচার’ বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বার্তাগুলোকে আরও সুরক্ষিত করে রাখতে পারবেন। এর দ্বারা, যদি কেউ আপনার ফোনে অ্যাক্সেস করতে পারেন, তিনি কোনওভাবেই হোয়াটসঅ্যাপ-এর চ্যাট-লক করা বার্তাগুলি দেখতে পাবেন না।

হোয়াটসঅ্যাপে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা- কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন, এনক্রিপ্ট করা চ্যাট ব্যাকআপ, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া চ্যাট, স্ক্রিনশট ব্লক করা এবং কে সর্বশেষ দেখা স্ট্যাটাস অ্যাক্সেস করতে পারবেন, তা নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা। এবার যদি আপনি সর্বশেষ আপডেট করান, তাহলে মেটা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করবে।

‘চ্যাট লক’ বৈশিষ্ট্য কী:

মেটার তথ্য অনুসারে, যখন একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ‘লক’ করা হয়, তখন সেই কথোপকথনের থ্রেডটি ব্যবহারকারীর ইনবক্স থেকে নেওয়া হয় এবং কথাগুলি তার নিজস্ব ফোল্ডারে রাখা হয়। এই ক্ষমতাটি

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই চ্যাটের বিষয়বস্তু লুকিয়ে রাখে।

হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট লক কীভাবে সক্রিয় করবেন:

অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় ডিভাইসেই সর্বশেষ সংস্করণের দ্বারা হোয়াটসঅ্যাপে ডাউনলোড বা আপডেট করতে পারবেন।

এরপর আপনি লক করতে চান, এমন কোনও নির্দিষ্ট চ্যাটে যান।

ওই চ্যাটের প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করুন।

মেনু সেকশনে আপনি অদৃশ্য বার্তা মেনুর ঠিক নীচে ‘চ্যাট লক’ নামে একটি নতুন বিকল্প দেখতে পাবেন।

এখান থেকে ‘চ্যাট লক’ চালু করতে পারবেন।

ফোনের পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে চ্যাটগুলি লক করে রাখা যাবে।

হোয়াটসঅ্যাপে লক করা চ্যাটগুলি কীভাবে অ্যাক্সেস করবেন।

সমস্ত লক করা চ্যাট অ্যাক্সেস করতে। হোয়াটসঅ্যাপ-এর হোম পেজের নিচে সোয়াইপ করুন।

সূত: ইত্তেফাক

মেটার নতুন অ্যাপ দেখতে টুইটারের মতো

মেটা সম্প্রতি নতুন আরেকটি অ্যাপ চালু করেছে। এটাকে তারা বলছে ইনস্টাগ্রামের টেক্সট বেজ অ্যাপ। নতুন এই অ্যাপটি দেখলে প্রথমে টুইটারের কথাই মাথায় আসবে।

হেবারম্যানের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এখনো অ্যাপটির কোনো নাম দেওয়া হয়নি। তবে এর কোডনেম দেওয়া হয়েছে পিনাইনটু।

নতুন অ্যাপ ব্যবহারের জন্য খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হবে না৷ ইন্সটাগ্রাম একাউন্ট দিয়েই লগিন করা যাবে এই অ্যাপে। নতুন অ্যাপটিতে সব ভেরিফিকেশন ডাটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ থেকেই চলে যাবে। অর্থাৎ বাড়তি ঝামেলা নিতে হবে না।

ইউটিউবে বাড়ছে বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনাইউটিউবে বাড়ছে বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা
অ্যাপের ভেতর আপনি ফিড পাবেন। সেখানে ৫০০ ক্যারেক্টারের পোস্ট লেখা যাবে৷ সঙ্গে ছবি বা গানও সংযুক্ত করা যাবে। ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ অনেকটা বলা যায়। আপাতত একটি স্লাইডে মাত্র দুটো স্ক্রিনশট দেখা গেছে। এটি আপাতত মার্কেটিং স্লাইডেই দেখা গেছে। এই অ্যাপটি মেস্টোডোনের মতো অ্যাপের সঙ্গেও সংযুক্ত হতে পারবে। যদি সত্যিই অ্যাপটি ভালোভাবে করা যায় তাহলে ইনস্টাগ্রামের জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে। এমনিতেই অনেকে টুইটারের বিকল্প খোঁজার ব্যাপারে সতর্ক হচ্ছে। সেখানে এই নতুন অ্যাপের খবর টুইটারের জন্য ভালো কিছু নয়। মেটা অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

সূত্র: দ্য ভার্জ

বন্ধ হচ্ছে ডিজনির স্টার ওয়ার্স হোটেল

ডিজনির ব্যয়বহুল স্টার ওয়ার্স হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই হোটেলে দুই রাত থাকলে হলে ৫ হাজার মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়।

ডিজনি তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের ২৮-৩০ তারিখ পর্যন্ত তারা শেষ সেবা দেবে। স্টার ওয়ার্সের ভক্তদের জন্য গড়ে তোলা চমৎকার এই হোটেলটি ২০২২ সালে প্রথম চালু করা হয়। কিন্তু খুব বেশিদিন তারা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেনি। মূলত ওরল্যান্ডোতে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি থিম পার্ক গড়ার কাজ চলছে ডিজনির। তাই তারা ব্যয় কমাতে এই হোটেল বন্ধ করে দিচ্ছে।

শুরু থেকেই স্টার ওয়ার্স হোটেলের ব্যবসা ভালোর দিকে ছিল না। কারণ দামটা কম নয়। চমৎকার সাজসজ্জার এই হোটেলটি ডিজনির আর্থিক ক্ষতির চিহ্নই হয়ে থাকবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির আগমনে চাকরি হারাবেন যারা

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে চাকরির বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে যাবে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এক সমীক্ষায় বলেছে, এ সময়ে বিশ্বের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ চাকরি হারাবেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব কাজ চালাবে বলে এ আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করে এআই প্রযুক্তি চালুর দিকেই যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস করপোরেশন বা আইবিএম সেই পথেই হাঁটছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কর্মী নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। আগামী কয়েক বছরে ৭ হাজার ৮০০ কর্মী ছাঁটাই করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন আইবিএমের প্রধান নির্বাহী (সিইও) অরবিন্দ কৃষ্ণা।

আবার এর ইতিবাচক দিকও আছে। এআই আসার কারণে অনেক নতুন নতুন চাকরির ক্ষেত্রে তৈরি হবে। আবার কিছু নিরাপদ চাকরি আছে, যেখানে এআই তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারবে না।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক সেবাদাতা কোম্পানি গোল্ডম্যান স্যাকস গত মার্চ মাসের প্রতিবেদনে বলেছে, কনটেন্ট তৈরি করতে সক্ষম এআই বর্তমানে

মানুষের দ্বারা করা সব কাজের এক-চতুর্থাংশ করতে পারে। অটোমেশনের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ কোটি মানুষ চাকরি হারাতে পারেন।

‘রুল অব দ্য রোবোটস: হাউ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইল ট্রান্সফরম এভরিথিং’ বইয়ের লেখক ও মার্কিন ফিউচারিস্ট মার্টিন ফোর্ড বলেছেন, এ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তিনি বলেছেন, ‘এটি শুধু যে ব্যক্তি পর্যায়ে ঘটবে, তা নয়, তবে এটি বেশ পদ্ধতিগতভাবে হতে পারে। এটি হঠাৎ একই সময়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘটতে পারে। আর এর প্রভাব শুধু সেই ব্যক্তি নয়, পুরো অর্থনীতিতেই পড়বে।’

তবে এত খারাপ খবরের মধ্যে ভালো খবরও আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন কিছু বিষয়ে আছে, যা এআই করতে সক্ষম নয়। স্বতন্ত্রভাবে মানবিক গুণাবলি জড়িত, যেমন আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও প্রথার বাইরে গিয়ে ভিন্ন ভাবনা ভাবার মতো কাজগুলো এআইয়ের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই আপাতত এসব কাজের কর্মীদের চাকরি হারানোর আশঙ্কা নেই।

এ বিষয়ে মার্টিন ফোর্ড বলেছেন, ‘আমার ধারণা, সাধারণত তিন ক্যাটাগরির কাজের ভবিষ্যৎ এখনো আছে। এর প্রথমটি হলো এমন চাকরি, যা প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল কাজ, যা ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ নয় বা কেবল কিছু বিষয়কে পুনর্বিন্যাস করা নয়; বরং সত্যিকারের নতুন ধারণা নিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার কাজ।’

ফোর্ড বলেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে ‘সৃজনশীল’ হিসেবে বিবেচিত সব কাজই নিরাপদ। যেমন গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিজ্যুয়াল আর্ট-সম্পর্কিত কাজগুলো প্রথমে এআইয়ের কাছে চলে যেতে পারে। মৌলিক অ্যালগরিদম লাখো ছবি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি বটকে নির্দেশ করতে পারে, যা এআইকে তাত্ক্ষণিকভাবে ওই ছবি নান্দনিক করতে দেয়। তবে অন্য সৃজনশীল কাজে কিছু নিরাপত্তা আছে, যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও আইন। এসব কাজে একটি নতুন আইনি কৌশল বা ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে আসা যায়। এসব কাজে মানুষের জন্য একটি পোক্ত জায়গা হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন ফোর্ড।

ঝুঁকিপূর্ণ নয়, নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ আছে, এমন দ্বিতীয় ক্যাটাগরির কাজ হিসেবে পরিশীলিত আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক নিয়ে কাজের কথা বলেছেন ফোর্ড। এসব কাজের মধ্যে আছে-নার্স, ব্যবসায়িক পরামর্শক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। তিনি বলেছেন, ‘এসব কাজে মানুষকে খুব

গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজন হয়। এসব চাকরি দখলে নিতে গেলে আমার মনে হয়, সত্যি সত্যি সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এমন যোগাযোগ করার ক্ষমতা থাকতে হবে এআইয়ের।’

অনুমান করা যায় না এমন পরিবেশে ব্যাপক গতিশীলতা, দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার প্রয়োজন আছে-এমন কাজকে তৃতীয় নিরাপদ ক্যাটাগরির কাজ বলেছেন ফোর্ড। কারিগরি কাজগুলো, যেমন ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ, প্লাম্বারের কাজ ও ওয়েল্ডারের কাজগুলো এর আওতায় পড়ে।

ফোর্ড বলেন, ‘এ ধরনের চাকরিতে সব সময় একটি নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এ ধরনের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করানোর জন্য একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনিভিত্তিক রোবট প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হতে পারে স্টার ওয়ার্স এর সি-৩পিও।’

এসব চাকরিতে কর্মী হিসেবে মানুষই কাজ করে যাবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে এসব কাজ একেবারেই এআই করতে পারবে না। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব বাফালোর লেবার ইকোনমিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জোয়ান সং ম্যাকলাফলিন বলেছেন, শিল্প নির্বিশেষে বেশির ভাগ চাকরিরই এমন দিক আছে, যা প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যেতে পারে।

জোয়ান সং ম্যাকলাফলিন বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চাকরির জন্য তাত্ক্ষণিক কোনো হুমকি নেই। তবে কাজগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে। মানুষের কাজ আরও বেশি আন্তব্যক্তিক দক্ষতাকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। এটা কল্পনা করা সহজ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এআই মানুষের চেয়ে ভালোভাবে ক্যানসার শনাক্ত করবে। আমার ধারণা, ভবিষ্যতে চিকিত্সকেরা এমন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন। তবে চিকিত্সকদের পুরো ভূমিকা এআই নিয়ে নেবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।’ তিনি আরও বলেন, যদিও রোবটের নির্ভুলভাবে ক্যানসার শনাক্ত করার সম্ভাবনা থাকবে, তারপরও অধিকাংশ মানুষ রোগ সম্পর্কে একজন ব্যক্তি চিকিত্সকের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। এটা প্রায় সব কাজের ক্ষেত্রেই সত্য। এ কারণে স্বতন্ত্রভাবে মানবিক দক্ষতা বিকাশ করে মানুষকে এআইয়ের পাশাপাশি কাজ করে যেতে হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ফিউচার অব জব রিপোর্ট ২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে এআই ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞ, ডেটা-বিশ্লেষক, বিজ্ঞানী, ডিজিটাল

ট্রান্সফরমেশন স্পেশালিস্ট ও সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ অনেক বেড়ে যাবে। ডব্লিউইএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে এআই ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে; ডেটা-বিশ্লেষক, বিজ্ঞানী বা বিগ ডেটা অ্যানালিস্টের সংখ্যা বাড়বে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ এবং ইরফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্টের সংখ্যা ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এ সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অর্থাত্ এসব চাকরি নিরাপদ স্তরে আছে। তবে রেকর্ড-কিপিং ও প্রশাসনিক পদের চাকরি হুমকির মুখে আছে।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সময়ে শ্রমবাজার অনেক কিছুই প্রভাবিত করবে। নতুন চাকরি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবস্থা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হতে থাকবে এবং এর সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিও উচ্চতর হতে শুরু করবে। এতে সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য হয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়োগ করতে হবে। এতে একদিকে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে, তেমনই নেতিবাচক ভূমিকাও রাখবে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালিত করার জন্য নতুন ধরনের দক্ষ কর্মীও লাগবে।

এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের কী কী দক্ষতা প্রয়োজন, তা পুনর্বিবেচনা করছে। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ‘দক্ষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষমতা’কে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

আগামী পাঁচ বছরে দ্রুত বেড়ে যাওয়া ১০ চাকরির মধ্যে আছে-

১. এআই ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞ ২. সাসটেইনেবিলিটি স্পেশালিস্ট
৩. বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট ৪. ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট ৫. ফিনটেক ইঞ্জিনিয়ার ৬. ডেটা অ্যানালিস্ট ও বিজ্ঞানী ৭. রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ার ৮. ইলেকট্রোটেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার ৯. অ্যাগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট অপারেটর ১০. ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন স্পেশালিস্ট

আগামী পাঁচ বছরে দ্রুত হারিয়ে যাওয়া ১০ চাকরির মধ্যে আছে—

১. ব্যাংক টেলারস অ্যান্ড রিলেটেড ক্লার্কস ২. পোস্টাল সার্ভিস ক্লার্কস ৩. ক্যাশিয়ারস অ্যান্ড টিকিট ক্লার্কস ৪. ডেটা এন্ট্রি ক্লার্কস ৫. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারিস

৬. ম্যাটেরিয়াল-রেকর্ডিং অ্যান্ড স্টক-কিপিং ক্লার্কস ৭. অ্যাকাউন্টিং, বুককিপিং অ্যান্ড পে-রোল ক্লার্কস ৮. লেজিসলেটরস অ্যান্ড অফিশিয়ালস ৯. স্ট্যাটিসটিক্যাল, ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স ক্লার্কস ১০. ডোর-টু-ডোর সেলস ওয়ার্কারস, নিউজ অ্যান্ড স্ট্রিট ভেন্ডরস।

ফেসবুক ব্লু-ব্যাজ পেতেও দিতে হবে টাকা, যুক্তরাজ্যে কার্যক্রম শুরু

ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা যুক্তরাজ্যে পেইড ভেরিফিকেশন সেবা চালু শুরু করেছে। এটি ইলন মাস্কের টুইটার ব্লু-এর মতো পরিষেবা। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসে ৯.৯ পাউন্ডে ব্লু টিক দেওয়া হবে।

সাবস্ক্রাইবারদের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি সরকারি আইডি জমা দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে এই ফিচারটি ইতিমধ্যে যুক্ত।

যারা মেটা ভেরিফায়েডে নিবন্ধন করেছেন তারা একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি যুক্তরাজ্যে সার্বিকভাবে চালু করা হবে। মেটা অনুমোদিত ব্যক্তিরা একটি ভেরিফাইড ব্যাজ পাবেন।

প্রসঙ্গত, ইলন মাস্ক ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রিমিয়াম টুইটার ব্লু সাবস্ক্রিপশন চালু করার পরে এই পদক্ষেপ নিলো ফেসবুক।

যদিও টুইটার পরে বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটি, সরকার ও সংস্থাকে বিনামূল্যে ব্লু টিক ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্র: বিবিসি